Name of the study area: Rural
Data Type: IDI with Household
Length of the interview/discussion: 29.00 min.
ID: IDI_AMR108_HH_R_25 May17

Demographic Information:

Gender	Age	Education	Healthcare decision maker or caregiver	Income	Ages and gender of children living in HH	Ages and gender of older adults living in HH	Ethnicity	Family members
Female	25	Class-VII	Caregiver	<15000 BDT	No	80 Years-Female	Banglai	Total=7; Child-2, Husband &Wife (Res), Father & Mother-in-law, Grandmother-in-law.

প্রশ্নকর্তাঃ ..... আপা, আমি এসেছি ঢাকা মহাখালি কলেরা হসপিটাল থেকে, আমরা একটা গবেষণা কাজে এখানে এসেছি, আমরা বুঝার চেষ্টা করছি মানুষ এবং আপনাদের যে বাসা বাড়ি, বাড়ি ঘরে যে পশু আছে, সেগুলো যে বিভিন্ন সময় অসুস্থ্য হয়, তাই না?

উত্তরদাতাঃ হ

প্রশ্নকর্তাঃ তো এই যে মানুষ এবং পশু প্রাণী অসুস্থ্য হয়, এই অসুস্থ্যতার সময় আপনারা পরামশের্র জন্যে, চিকিৎসার জন্যে আপনারা কোথায় যান, কার কাছে যান এবং অসুস্থ্য হলে এন্টিবায়োটিক খাওয়ান কিনা? এন্টিবায়োটিক কিনেন কিনা এই কতগুলো বিষয় নিয়ে আমরা একটু আপনার সাথে কথা বলব। এই যে মুরুব্বি দেখতেছি উনি আপনার কি লাগে?

উত্তরদাতাঃ দাদী শাশুড়ি।

প্রশ্নকর্তাঃ আইচ্ছা, আপনি কি উনার দেখাশুনা করেন?

উত্তরদাতাঃ করি, মাঝে মাঝে করি।

প্রশ্নকর্তাঃ এমনিতে বেশীরভাগ সময় কে দেখাশুনা করে?

উত্তরদাতাঃ হ, আমিই করি।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনিই করেন? আইচ্ছা। ঠিক আছে, তাহলে আমরা একটু কথা বলব, যেহেতু উনি আপনার বাড়িতে এক জন মুরুব্বি আছেন, আমরা আসলে যেটা বুঝার চেষ্টা করছি যে সাধারণত দুই ধরনের মানুষের অসুখ বিশুখ হয়, তাই না?

উত্তরদাতাঃ হুম।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনাদের কি গরু ছাগল আছে?

উত্তরদাতাঃ আছে, আমাদের একটা গাভিন গরু আছে।

প্রশ্নকর্তাঃ একটা গাভীন গরু আছে না?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ।

প্রশ্নকর্তাঃ তো আপনি একটু আপনার নাম, পরিচয় একটু দেন তো? আপনার নামটা বলেন?

উত্তরদাতাঃ আমার নাম .....

প্রশ্নকর্তাঃ ....., আপনি কি করেন?

উত্তরদাতাঃ কী করি, সংসারে কাজ কর্ম করি।

প্রশ্নকর্তাঃ ভাই, আপনার স্বামী কি করেন?

উত্তরদাতাঃ গাড়ি চালায়।

প্রশ্নকর্তাঃ কি গাড়ি?

উত্তরদাতাঃ মোটর সাইকেল।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনাদের মাসে আয় রোজগার কেমন?

উত্তরদাতাঃ এখন, আয় রোজগার আল্লাহ কম আর বেশি দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ কত হয় মাসে?

উত্তরদাতাঃ ওই মাসে মনে করেন রোজ তিনশ হয় চারশ হয়,

প্রশ্নকর্তাঃ রোজ?

উত্তরদাতাঃ হ

প্রশ্নকর্তাঃ তাহলে মাসে কত হবে?

উত্তরদাতাঃ মাসে কত হবে সেটা হিসাব করতে হবে।

প্রশ্নকর্তাঃ যদি তিনশ করে হয়, ত্রিশ দিন যদি কাজ করে তাহলে তিন গুনন তিন সমান নয় মানে নয় হাজার টাকা, নয়- দশ হাজার টাকার কম হয় না বেশি হয়?

উত্তরদাতাঃ বেশিই হয় কম হবে কেন?

প্রশ্নকর্তাঃ কত বেশি মানে দশ হাজারের বেশি হয়?

উত্তরদাতাঃ দশ হাজারই হয়।

প্রশ্নকর্তাঃ তাহলে কত হয় ইনকাম?

উত্তরদাতাঃ মাসে দশ হাজার

প্রশ্নকর্তাঃ দশ হাজার না? আইচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ হুম

প্রশ্নকর্তাঃ আপনার ঘরে কি কি জিনিস পাতি আছে আপা, একটু বলেন তো?

উত্তরদাতাঃ আমার ঘরে ভাই কিছুই নাই, আমি গরিব মানুষ (হাসি)

প্রশ্নকর্তাঃ আপনার ছেলে মেয়ে কয় জন?

উত্তরদাতাঃ দুই মেয়ে এক ছেলে।

প্রশ্নকর্তাঃ আর?

উত্তরদাতাঃ শ্বশুর শাশুড়ি আছে।

প্রশ্নকর্তাঃ দাদি শাশুড়ি?

উত্তরদাতাঃ দাদি শাশুড়ি আছে, আমাদের সাথে আছে, উনার দেখা শুনা আমরা করি।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনি করেন?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ, আমি করি।

প্রশ্নকর্তাঃ এখন আমাকে একটু বলেন যে, পরিবারে তো মানুষ জন আছে তাই না, তো এই রকম কি কেউ অসুস্থ্য হয়ে থাকে, কখনও এই রকম কি কিছু হয়?

উত্তরদাতাঃ হয়

প্রশ্নকর্তাঃ কি হয় একটু বলেন তো?

উত্তরদাতাঃ ঠান্ডা, জ্বর। আবার মনে করেন এমনি বাও বাতাস লাগে। এই তো

প্রশ্নকর্তাঃ বাও বাতাস টা কি?

উত্তরদাতাঃ বাও বাতাস লাগে পোলাপাইন চিৎকার পাড়ে, কান্নাকাটি করে। বসন্ত উঠে, খাওউচ, পাঁচড়া উঠে।

প্রশ্নকর্তাঃ পরিবারে যদি কেউ অসুস্থ্য হয় তখন আপনারা কি করেন?

উত্তরদাতাঃ তখন ডাক্তারের কাছে নিয়া যায়।

প্রশ্নকর্তাঃ কোথায় যান? কোন ডাক্তারের কাছে যান?

উত্তরদাতাঃ নিজ গ্রামের ডাক্তারের কাছে।

প্রশ্নকর্তাঃ একটু জোরে বলেন।

উত্তরদাতাঃ নিজ গ্রামের ডাক্তারের কাছে ।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনার ঘরের মধ্যে বা পরিবারের মধ্যে এই রকম হঠাৎ করে কাজ কর্ম করতে গিয়ে কেউ অসুস্থ হয়েছে এই রকম কিছু হয়েছে?

উত্তরদাতাঃ হয়

প্রশ্নকর্তাঃ কি হয় একটু বলেন তো

উত্তরদাতাঃ বুকে ব্যাথা এই রকম হয়।

প্রশ্নকর্তাঃ কার হয়েছে এই রকম?

উত্তরদাতাঃ বাচ্ছার বাপের হয়েছে।

প্রশ্নকর্তাঃ একটু খুলে বলেন

উত্তরদাতাঃ এক দিনকা হঠাৎ কইরা গাড়ি চালিয়ে বাড়িতে আসার পর ব্যাথা, মনে করেন ব্যাথার ছোটে না পাড়ে নড়তে না পাড়ে কিছু করতে, তারপর নিজ গ্রামের ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছিলাম, তারপর ওষুধ আনার পরে ভাল হয়েছে।

প্রশ্নকর্তাঃ ডাক্তার কি ব্যাথা বলেছে? কি বলেছিল?

উত্তরদাতাঃ তা তো আমি বলতে পারব না।

প্রশ্নকর্তাঃ বাড়িতে এসে উনি বলে নাই যে এই এই সমস্যা হয়েছিল?

উত্তরদাতাঃ ওষুধ খাওয়ার পরে খালি ভাল হয়েছে, কিছুই বলে নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ এই যে অসুস্থ হয় সেটা আপনি কিভাবে বুঝেন? তার কি দেখে মনে হয়েছে যা সে অসুস্থ্য

উত্তরদাতাঃ তার মনে করেন চেহারা দেখলে বুঝা যায় যে সে অসুস্থ্য, মানুষ কিভাবে অসুস্থ্য হয়, মুখ চোখ একবারে কালা কুটকুটে হয়ে গিয়েছিল, মানে শরীরে কোন রঙ ছিল না।

প্রশ্নকর্তাঃ হুম হুম, এইটা কয় দিন ছিল?

উত্তরদাতাঃ এইটা ছিল, মনে করেন আজকে ছিল দুই থেকে তিন ঘণ্টা, তারপর ডাক্তারের কাছে নিয়া যাওয়ার পর ভাল হয়েছে।

.....৫.০৪ মিনিট.....

প্রশ্নকর্তাঃ এই দুই তিন ঘণ্টা কি সে বাড়িতে ছিল না বাহিরে কাজ করেছিল?

উত্তরদাতাঃ এক ঘণ্টা পরে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনার দাদি শ্বাশুড়ির বয়স কত বললেন?

উত্তরদাতাঃ পঁচাশি বছর।

প্রশ্নকর্তাঃ উনার কি অবস্থা একটু বলেন তো।

উত্তরদাতাঃ উনার অবস্থা মনে করেন মুরুব্বি মানুষ, পাগল বেশি থাকে মানে কথা বার্তা খারাপ বেশি বলে, মনে করেন পায়খানা ঘরেই করে, প্রসাব ঘরেই করে, সময়তে ভাত খায়, খায় না, এই তো এই অবস্থা।

প্রশ্নকর্তাঃ উনার কি ধরণের ওষুধ লাগে একটু বলবেন

উত্তরদাতাঃ কোন ওষুধপাতি তো খায় না,

প্রশ্নকর্তাঃ কোন ওষুধই খায় না?

উত্তরদাতাঃ খায় না।

প্রশ্নকর্তাঃ কোন ওষুধই লাগে না?

উত্তরদাতাঃ খায় না।

প্রশ্নকর্তাঃ খায় না মানে কি?

উত্তরদাতাঃ উনি মুখের ঘোরে ওষুধ নিবেও না।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনারা চেষ্টা করেন উনাকে খাওয়াইতে

উত্তরদাতাঃ খাওয়াইতে চেষ্টা করেছে খায় না।

প্রশ্নকর্তাঃ কখন চেষ্টা করেছিলেন? কি জন্যে চেষ্টা করেছিলেন?

উত্তরদাতাঃ মানে মনে করেন উনি পাগল হয়েছে বহুত বছর আগে থেকে, এখনও পাগল অবস্থায় রয়েছে

প্রশ্নকর্তাঃ কি হয়েছে আমাকে একটু বলেন তো?

উত্তরদাতাঃ উনি বলে কী পাইছেন, স্বর্ণের পুতুল বলে পাইছিলেন পরে হের পুতুলটা বড় মেয়ে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে সে পাগল,

প্রশ্নকর্তাঃ এটা কখন কিভাবে হয়েছে একটু বলেন?

উত্তরদাতাঃ এটা তো আমি সব জানি না, আমার শ্বশুর শাশুড়ি বলতে পারবে,

প্রশ্নকর্তাঃ পুতুলের কথা বললেন, কীসের পুতুল এটা?

উত্তরদাতাঃ স্বর্ণের পুতুল, সেটা পাওয়ার পরে ঘরে রেখেছিল, ঘোরে রাখার পরে তার বড় মেয়ে নাকি ওইটা নিয়েছিল,

প্রশ্নকর্তাঃ উনার বড় মেয়ে নিয়ে গিয়েছিল?

উত্তরদাতাঃ হ

প্রশ্নকর্তাঃ পুতুলটা দিয়ে কি করে? কি হয়?

উত্তরদাতাঃ স্বর্ণেরপুতুল,

প্রশ্নকর্তাঃ বড় মেয়ে নিয়ে কি করেছে?

উত্তরদাতাঃ নিয়ে বিক্রি করে দিয়েছে, তার ভাল হয়েছে।

প্রশ্নকর্তাঃ তার কি হয়েছে?

উত্তরদাতাঃ ওরা ভাল আছে, তাদের ভাল হয়েছে। যখন ওইটা নিয়ে গেল তার পর থেকে দাদি অসুস্থ্য।

প্রশ্নকর্তাঃ অসুস্থ্য হওয়ার পরে চিকিৎসা করে নাই?

উত্তরদাতাঃ চিকিৎসা করেছে, চিকিৎসা করার পরেও কোন কাজ হয় নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ কি ধরণের চিকিৎসা করিয়ে ছিলেন?

উত্তরদাতাঃ এমনিতে ফকির বাড়ীতে নিয়ে গিয়েছিল, ভাল ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিল, কোন কাজ হয় নাই,

প্রশ্নকর্তাঃ এখন কি উনাকে কোন ওষুধ দেওয়া লাগে না,

উত্তরদাতাঃ খায় না

প্রশ্নকর্তাঃ মাঝে মাঝে কি জ্বর, ঠান্ডা এইসবের জন্যেও ওষুধ লাগে না? আপনি তো বলেছেন যে আপনার ঘরে একজনের জ্বর আছে, ওর জন্যে কি ওষুধ এনেছেন? এখন জ্বর ঠান্ডা কার আছে বলেছেন?

উত্তরদাতাঃ ওই যে ওই মেয়ে টার।(ঘরের কাউকে দেখিয়ে)

প্রশ্নকর্তাঃ ওইটার কি হয়েছে?

উত্তরদাতাঃ জ্বর আর ঠান্ডা।

প্রশ্নকর্তাঃ এটার জন্যে কি ওষুধ এনেছেন?

উত্তরদাতাঃ না

প্রশ্নকর্তাঃ আনবেন?

উত্তরদাতাঃ আনব। আনতে যাবে।

প্রশ্নকর্তাঃ কবে যাবে, কোথায় যাবে?

উত্তরদাতাঃ নিজ গ্রামের ডাক্তারের কাছে যাবে, আজকে।

প্রশ্নকর্তাঃ এই রকম কি ঘরে আপনাদের আর কোন ওষুধপাতি আছে? যেগুলো খাওয়ান বা পরে খাওয়াবেন টার জন্যে রেখেছেন?

উত্তরদাতাঃ আছে,

প্রশ্নকর্তাঃ কি ওষুধ এই গুলো।

উত্তরদাতাঃ এই যে মেয়ের জন্যে শরীরে কি জানি খাওউচ হয়েছে, পরে সেগুলোর জন্যে বাঁশতৈল বাজারে গিয়েছিলাম, সেখান থেকে ওষুধ নিয়েছিলাম।

প্রশ্নকর্তাঃ কত টাকার ওষুধ এনেছিলেন?

উত্তরদাতাঃ সাড়ে তিনশ টাকার ওষুধ

প্রশ্নকর্তাঃ সাড়ে তিনশ টাকার ওষুধ নিয়ে এসেছেন? আপা, আপনার ব্যস্ড়তার মাঝেও একটু সময় নিচ্ছি, আপনাদের ঘরে যদি কেউ অসুস্থ্য হয় তখন আপনারা কোথায় যান? কার কাছে যান?

উত্তরদাতাঃ ডাক্তারের কাছে যায়। নিজ গ্রামের ডাক্তারের কাছে ।

প্রশ্নকর্তাঃ এরা কি ধরণের ডাক্তার? এরা কি চিকিৎসা দেয়?

উত্তরদাতাঃ এই মনে করেন, খাউচের ওষুধ আছে, বিভিন্ন রকমের ওষুধ দেয়, ব্যাথার জন্যে দেয়, জ্বর এর জন্যে দেয়, ঠান্ডা কাশির জন্যে দেয়। অনেক ধরণের ওষুধ দেয়। খাওয়ার পরে ভাল হয়ে যায়।

প্রশ্নকর্তাঃ এরা কোথায় বসে?

উত্তরদাতাঃ এরা মনে করেন নিজের যে স্পেশিয়াল দোকান আছে, ডাক্তারির দোকান ওখানে বসে।

প্রশ্নকর্তাঃ ওখানে আপনারা গিয়ে কি বলেন? কি করেন?

উত্তরদাতাঃ আমরা গিয়ে আমাদের রোগের কথা ডাক্তারকে বলি, তখন যার জ্বর ঠান্ডা তাকে দেখে ওষুধ দিয়ে দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে ঘরের যে বাচ্চার জ্বর ঠান্ডা তাকে দেখে তারপর ওষুধ দেয়, তো সেটা তারা কিভাবে দেয়? তারা কি কিছু দেখে দেয় নাকি ?

উত্তরদাতাঃ দেখে দেয়। তারা মনে করেন স্পেশিয়াল দোকান থেকে ওষুধ দিয়া দেয়?

প্রশ্নকর্তাঃ ওষুধ দিয়া দেয়, এই যে এদের কাছে যান এই সিধান্তটা কে নেন? বাচ্চার যে অসুখ বা মুরুব্বির যে ওষুধ লাগবে টার জন্যে কে এই সিধান্তটা নেয়?

উত্তরদাতাঃ কে? বাচ্চার বাপে নেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ কখন নেয়?

উত্তরদাতাঃ কয় দিন পরে মনে করেন আজ কে ঠান্ডা জ্বর লাগছে কালকেই নিয়া গেল,

প্রশ্নকর্তাঃ ঠান্ডা জ্বর আসলে আপনারা কি নিজেরা নিয়ে যান নাকি আপনারা বাড়ীতে ওষুধ নিয়ে আসেন?

উত্তরদাতাঃ ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়।

প্রশ্নকর্তাঃ নিয়ে যাওয়ার সময় কে যায়?

উত্তরদাতাঃ আমারে সহ নিয়ে যায়।

প্রশ্নকর্তাঃ কিভাবে যান আপনারা?

উত্তরদাতাঃ এই যায়গা থেকে হোন্ডায় যায়, না হলে অটো গাড়ি আছে, ওইটার মাধ্যমে যায়।

.....১০.০৩ মিনিট.....

প্রশ্নকর্তাঃ আপনারা প্রথম যে বলতেছেন নিজ গ্রামের ডাক্তারের কাছে যান, কেন নিজ গ্রামের ডাক্তারের কাছে যান? নিজ গ্রামের ডাক্তারের কাছে যাওয়ার কারণ টা কি?

উত্তরদাতাঃ নিজ গ্রামের ডাক্তারের কাছে যেতে হয় কারণ পোলা পাইন অসুস্থ্য হয়ে পরে থাকে কাজেই ওখানে যাওয়া লাগবে, আর তো যাওয়ার যায়গা নাই। ওখানেই ডাক্তাররা বসে, বাঁশতৈল নিয়ে যাওয়ার পরে ওষুধ খাওয়ানোর পরে ভাল হয়, তাই নিয়ে যায়।

প্রশ্নকর্তাঃ এই ছাড়া অন্য কোথায়ও নিয়েছেন?

উত্তরদাতাঃ না, অন্য কোথায়ও নেয়া লাগে নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ এই যে মুরুব্বি উনার কথা যদি বলি উনাকে কি কখনও কোন ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছেন?

উত্তরদাতাঃ না

প্রশ্নকর্তাঃ কত দিন ধরে নেন নাই?

উত্তরদাতাঃ নেয় নাই অনেক দিন ধরেই।

প্রশ্নকর্তাঃ কেন? উনার কি কোন ওষুধ লাগে না?

উত্তরদাতাঃ না, ওষুধ খায় না তো। খেলেই তো লাগতো।

প্রশ্নকর্তাঃ এই যে নিজ গ্রামের ডাক্তারের কাছে বাজারে গেলেন বা যাবেন, কেন এই সিধান্ত নিলেন?

উত্তরদাতাঃ ওখানে গেলে পরে রোগী ভাল হয়, এই কারণে যায়। রোগী যদি ভাল না হত তাহলে তো আর যেতাম না।

প্রশ্নকর্তাঃ আইচ্ছা, এখানে যেতে খরচ কেমন লাগে? ওষুধ কিনতে কেমন খরচ হয় একটু যদি বলেন।

উত্তরদাতাঃ দাম নেয় মনে করেন ওষুধ দেখে দাম নেয়, খরচ আছে, এখান থেকে নিজ গ্রামের ডাক্তারের কাছে বাজার পর্যন্ত যেতে এক জনের আসা যাওয়া আশি টাকা ভাড়া লাগে, খরচ আছে।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনি কি শুধু নিজ গ্রামের ডাক্তারের কাছে যান না কি অন্য কোথায়ও যান?

উত্তরদাতাঃ না, নিজ গ্রামের ডাক্তারের কাছেই যায়। নিজ গ্রামের ডাক্তারের কাছে ডাক্তারের কাছে যায়।

প্রশ্নকর্তাঃ কাদের কাছে যান?

উত্তরদাতাঃ মনে করেন যাদের নিজের স্পেশাল ঘর আছে, ডাক্তারি ঘর, মানে এম বি বি এস ডাক্তার,

প্রশ্নকর্তাঃ এম বি বি এস ডাক্তার? এরা কোথায় বসে?

উত্তরদাতাঃ নিজ গ্রামের ডাক্তারের কাছে বাজারেই, মানে মনে করেন ঘরের মধ্যে বসে ডাক্তারি করে,

প্রশ্নকর্তাঃ এই যে, এম বি বি এস ডাক্তার, এদের কি ভিজিট আছে, ভিজিট নেয় নাকি?

উত্তরদাতাঃ না, এক টাকা ও ভিজিট লাগে না।

প্রশ্নকর্তাঃ ভিজিট লাগে না, আপনারা গিয়ে কি বলেন? একটু খুলে বলেন।

উত্তরদাতাঃ আমরা গিয়ে বলি ঠান্ডা জ্বর, যদি কোন সমস্যা থাকে, বা খাউচ তাউচ যদি হয়, গিয়ে বলি বাচ্চার এই সমস্যা। তারপর তারা দেখে ওষুধ দিয়া দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ বাচ্চারদের কি কি অসুবিধা হয় একটু বলেন তো?

উত্তরদাতাঃ শরীরে খাউচ হয়, বমি করে, ঠান্ডা লাগে, জ্বর আসে।

প্রশ্নকর্তাঃ তো এর জন্যে কি ওষুধ দেয়?

উত্তরদাতাঃ এখন কি ওষুধ দেয় তা তো আমরা জানি না, দেয়, দিয়ে নিয়মিত খাওয়ানোর জন্যে বলে, খাওয়াইলে আল্লাহর রহমতে ভাল।

প্রশ্নকর্তাঃ নিয়মমত খাওয়াতে বলে? আপনি নিয়ম্ মত খাওয়ান?

উত্তরদাতাঃ হ

প্রশ্নকর্তাঃ কোন ওষুধের নাম কি জানেন আপনি?

উত্তরদাতাঃ নাম বলতে পারব না।

প্রশ্নকর্তাঃ আপা, আপনার পরিবারের কে সর্বশেষ ওখানে গিয়েছিল?

উত্তরদাতাঃ এই যে আমার বাচ্চা নিয়ে গিয়েছিলাম। দুই বাচ্চা নিয়ে গিয়েছিলাম।

প্রশ্নকর্তাঃ দুই বাচ্চা নিয়ে গিয়েছিলেন? কখন গিয়েছিলেন, কত দিন আগে গিয়েছিলেন?

উত্তরদাতাঃ কত দিন আগে কিনা, শনিবারে গিয়েছিলাম।

প্রশ্নকর্তাঃ শনিবারে গিয়েছিলেন, আজ হল বৃহস্পতিবার,

উত্তরদাতাঃ এক সাপ্তাহ হয়েছে।

প্রশ্নকর্তাঃ ওষুধ কি এখনও খাচ্ছে না ভাল হয়ে গেছে?

উত্তরদাতাঃ এখনও খাচ্ছে আসলে মেয়ের খাউচ হয়েছিল তো তাই ওষুধ এনেছিলাম,

প্রশ্নকর্তাঃ কি এটা?

উত্তরদাতাঃ খাউচ

প্রশ্নকর্তাঃ এই যে দোকান গুলোতে যান ওখানে কি ধরণের ওষুধ পাওয়া যায়?

উত্তরদাতাঃ অনেক ধরণের ওষুধ পাওয়া যায়। অনেক চিকিৎসার ওষুধই দেয়, মনে করেন বিষের দেয়, খাউচের দেয়। জ্বর ঠান্ডা অনেক কিছুর ই দেয় ডাক্তারে, দিলে ভাল হয়ে যায়, আল্লাহর রহমতে।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনি নিজে কখনও গেছেন?

উত্তরদাতাঃ আমি নিজের জন্যে যায় নাই, গেছিলাম একবার পাশের শহরে গেছিলাম। নাকে মাংস বাড়ছিল গেলে অপারেশন করেছিলাম।

প্রশ্নকর্তাঃ অপারেশন হয়ে এসেছিলেন?

উত্তরদাতাঃ হ

প্রশ্নকর্তাঃ আর এই যে বাচ্চার বাপের কথা বলেছিলেন উনাকে কবে নিয়েছিলেন?

উত্তরদাতাঃ উনারে নিয়েছিলাম মেলা দিন আগে প্রায় বছর খানেক আগে।

প্রশ্নকর্তাঃ এখন উনার কি অবস্থা?

উত্তরদাতাঃ ভাল।

প্রশ্নকর্তাঃ তো আপা এন্টিবায়োটিকের কথা শুনেছেন কখনও? এন্টিবায়োটিক কি তা আপনি জানেন?

উত্তরদাতাঃ এন্টিবায়োটিক মানে এপেন্ডিসাইডের?

প্রশ্নকর্তাঃ না, এই এপেন্ডিসাইডের হউক আর যে কোন ধরনের রোগের হউক এইটা একটা ওষুধ, এই টা কি আপনি কি শুনেছেন?

উত্তরদাতাঃ না

প্রশ্নকর্তাঃ আমার কাছে একটা ওষুধ আছে আমি একটু আপনাকে দেখায়, ধরেন কারো যদি জ্বর ঠান্ডা লাগে তখন কি করে? এখন দেখেন তো এখানে কোন ওষুধ ছিনেন কিনা? এই ধরণের কোন ওষুধ খাইছেন কিনা?

উত্তরদাতাঃ এইটা নাপা, আর এইটা যে নাপা এক্সট্রা নাকি?

প্রশ্নকর্তাঃ এই রঙের কোন ওষুধ খেয়েছেন? এই রকম?

উত্তরদাতাঃ এইটা খায় নাই, ওইটা খাইছি। (নাপা কে নির্দেশ করছে)

প্রশ্নকর্তাঃ এই লাল ক্যাপসুলগুলো কখনও খাইছেন?

উত্তরদাতাঃ না, আমি এইটা খাই নাই। ওইটা খাইছি।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনার দাদি শাশুড়িরে কখনও খাওয়াইছেন?

..... ১৫.০১ মিনিট.....

উত্তরদাতাঃ না

প্রশ্নকর্তাঃ বাচ্চারদের কখনও এইগুলো খাওয়াইছেন?

উত্তরদাতাঃ না, এই ক্যাপসুল খাওয়াই নাই। এইটা খাওয়াইছি। আর পোলা পাইনের জন্যে তো ডাক্তারে সিরাপ দেয়,

প্রশ্নকর্তাঃ কি সিরাপ দেয়?

উত্তরদাতাঃ ঠান্ডা জ্বরের সিরাপ দেয়,

প্রশ্নকর্তাঃ পাওয়ারের ওষুধ এইগুলোর নাম শুনছেন? মানে অনেক বেশি পাওয়ারের ওষুধ দিছে, জ্বর বা ঠান্ডা ভাল হচ্ছে না, এই রকম এর জন্যে পাওয়ারের ওষুধ দেয়। ডাক্তারের কাছে গেলে ডাক্তার কি দেয়?

উত্তরদাতাঃ ওই সবের তো ভাই আমি নাম জানি না। ডাক্তারে দেয় আমরা খাওয়াই ভাল হয়ে যায়।

প্রশ্নকর্তাঃ একটা পাওয়ারফুল ওষুধের কথা তো ডাক্তার রা বলে এই রকম কিছু কি আপনি জানেন? অনেক সময় দেখা গেছে আপনার বাচ্চা কে দুই দিনের বা তিন দিনের ওষুধ দিয়ে বলেছে যাও এই গুলো খাওয়াও, এই রকম কিছু কি আপনি জানেন?

উত্তরদাতাঃ না, আমার কাছে বলে নাই। আমি যে ওষুধ খাওয়াইছি, আল্লাহ রহমতে আমার পোলা পাইন সেই ওষুধেই সাড়ছে।

প্রশ্নকর্তাঃ এর মধ্যে কোনটা এন্টিবায়োটিক সেটা কি আপনি জানেন? এন্টিবায়োটিক কি জানেন?

উত্তরদাতাঃ জানি না, আমি তো খাই নাই। খাইছি ওই যে বললাম দুইটা ক্যাপসুল আর ওই যে দুইটা নাপা এক্সট্রা। এই গুলো খাওয়ার পরে আমার জ্বর সেড়ে গেছে।

প্রশ্নকর্তাঃ আইচ্ছা, এই রকম কোন ওষুধ আছে কিনা যেটা বলেছে তোমরা এইটা পাঁচ দিন সাত দিন খাবা, দুইটা করে ট্যাবলেট। ডাইরিয়া বা পাতলা পায়খানা হয়েছে কারো?

উত্তরদাতাঃ হয়েছে আগে হয়েছে। পাতলা পায়খানা হওয়ার পরে মনে কর ওই লাল একটা ট্যাবলেট আছে, ওই ট্যাবলেট খাওয়ার পরে ভাল হয়ে গেছে।

প্রশ্নকর্তাঃ ওইটা কয় দিন খাওয়াইছেন?

উত্তরদাতাঃ এক দিন।

প্রশ্নকর্তাঃ পাতলা পায়খানা কার হয়েছে?

উত্তরদাতাঃ আমাদের বাড়ির সবাইর মাঝে মাঝে হয়। ওষুধ তো থাকেই। খাওয়ার পরে মনে করেন ভাল হয়ে গেছে।

প্রশ্নকর্তাঃ ওইটা কি রকমের ঔষধ, কি জন্যে খায় ওইটা?

উত্তরদাতাঃ পাতলা পায়খানার জন্যে। পাতলা পায়খানার জন্যে মনে করেন ওরস্যালাইন আছে না, ওইটা খায়।

প্রশ্নকর্তাঃ এই রকম কোন কিছু আছে কিনা, যে অনেক দিন ধরে জ্বর ঠান্ডা ভাল হচ্ছে না, এই জন্যে পাওয়ারের ওষুধ দিয়েছে, বলেছে যে এইটা পাঁচ দিন খাবা, তাহলে ভাল হয়ে যাবা। এই রকম কিছু বলেছে?

উত্তরদাতাঃ না, আমার বাচ্চার, বললামই তো নিয়ে গেলে যে ওষুধ দেয় ওইটা খাওয়াইলে ভাল হয়ে যায়।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনারা যে ওষুধ আনতে যান সেখানে কি কোন প্রেসক্রিপশন লাগে?

উত্তরদাতাঃ ওই যে ডাক্তারেই দেয়, দেওয়ার পরে নিয়ম মত করে দেয় খাওয়াই। খাওয়ার পরে ভাল হয়ে যায়। প্রেসক্রিপশন না। ওই ডাক্তারের ঘরে গেলে ডাক্তার ওষুধ দিয়া দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ ডাক্তারের ঘরে গেলে ডাক্তার ওষুধ দিয়া দেয়, প্রেসক্রিপশন লাগে না?

উত্তরদাতাঃ না।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনারা কি সাথে রোগী নিয়ে যান? বাচ্চা বা মুরুব্বী এদের নিয়ে যান নাকি গিয়ে মুখে মুখে বলেন।

উত্তরদাতাঃ বাচ্চা নিয়েই যায়।

প্রশ্নকর্তাঃ কখনও কি গিয়ে মুখে মুখে ওষুধ নিয়ে আসেন?

উত্তরদাতাঃ বাচ্চা নিয়েই যায়। বাচ্চা নিয়ে তার পর ওষুধ নিয়ে আসি ।

প্রশ্নকর্তাঃ তাহলে আপনি বলতেছেন, আপনি পাওয়ারের ওষুধ বা এন্টিবায়োটিক কখনও খান নাই, বাচ্চারদের ও খাওয়ান নাই,

উত্তরদাতাঃ না।

প্রশ্নকর্তাঃ বাচ্চাদের যে ওষুধ খাওয়াইছেন, এই রকম কোন ওষুধ কি ঘরে আছে?

উত্তরদাতাঃ আছে,

প্রশ্নকর্তাঃ একটু আনবেন, আমাকে কি একটু দেখাবেন?

উত্তরদাতাঃ আছে এই যে, এই ওষুধ দিয়েছে। এই দুইটা মেয়েকে খাওয়াই।

প্রশ্নকর্তাঃ এই গুলো কোথায় থেকে এনেছেন?

উত্তরদাতাঃ ডাক্তারের কাছ থেকে এনেছি।

প্রশ্নকর্তাঃ আপা, আই যে ওষুধগুলো যে বাজার থেকে নিয়ে আসেন, এই গুলো কি নিয়মিত খান?

উত্তরদাতাঃ হ, নিয়মিতই খায়।

প্রশ্নকর্তাঃ কিভাবে? কয় বেলা খেতে হয়? কোন নিয়ম কি ওরা বলে দেয়?

উত্তরদাতাঃ বলে দেয়, দুই বার তিন বার খেতে বলে।

প্রশ্নকর্তাঃ এই ওষুধ গুলো যখন এনেছেন, তখন আপনার বাচ্চাকে কয় বেলা করে খেতে বলেছে?

উত্তরদাতাঃ দুইবেলা করে।

প্রশ্নকর্তাঃ এই গুলো খাওয়ার পরে ওর কি অবস্থা হয়েছে একটু বলেন তো।

উত্তরদাতাঃ ভাল হয়েছে।

প্রশ্নকর্তাঃ কয় দিনের দিন সুস্থ্য হয়েছে?

উত্তরদাতাঃ এক দিন খাওয়াছি তার পরের দিন সুস্থ্য হয়েছে।

প্রশ্নকর্তাঃ আপা আপনি যে ওষুধ নিয়া আসেন আবার ভবিষ্যতে বাচ্চার জ্বর বা ঠান্ডা লাগবে এইটা মনে করে কি ঘরে কিছু ওষুধ রেখে দেন?

উত্তরদাতাঃ না।

প্রশ্নকর্তাঃ যে এইটা পরে আবার ওরে খাওয়ামু এই চিন্তা করে রেখে দেন?

উত্তরদাতাঃ না না ।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনারা কি করেন এই ওষুধ কে?

উত্তরদাতাঃ খাওয়ানোর পরে যদি কিছু থেকে যায় তাহলে সেটা ফেলে দেওয়া হয়। ফেলে দি রেখে দি না।

.....২০.০৬ মিনিট.....

প্রশ্নকর্তাঃ তো এই গুলো কিনতে আপনাদের কেমন টাকা পয়সা লাগে?

উত্তরদাতাঃ পয়সা লাগে, দুইশ ,আড়াইশ, তিনশ।

প্রশ্নকর্তাঃ এই যে ওষুধ গুলো আনেন, এইগুলোর ডেট এর কোন বিষয় আছে নাকি। ডেটফেল এই রকম কোন কথা কি আপনি শুনেছেন?

উত্তরদাতাঃ ডেট ফেল ওষুধ ডাক্তাররা দিব কেন? ডাক্তার রা দেইখা দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ ডেট ফেল বলতে কি বুঝায়? আপনি কি জানেন?

উত্তরদাতাঃ মানে অসুধের মেয়াদ যায়গা।

প্রশ্নকর্তাঃ মেয়াদ গেলে ওষুধ কি খাওয়া যায়? একটু বলেন আমাকে।

উত্তরদাতাঃ খাওয়া যায় না।

প্রশ্নকর্তাঃ কারণ কি?

উত্তরদাতাঃ কারণ এই ওষুধ খেলে মানুষ মরার সম্ভাবনা আছে।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনি কি জানেন এন্টিবায়োটিক মানুষের কখনও ক্ষতি করে?

উত্তরদাতাঃ আমি খাই ও নাই আমি জানি ও না।

প্রশ্নকর্তাঃ এখন আমি একটু আপনার গবাদি পশুর সম্পর্কে আলোচনা করব। আপনার গরু কয়টা আছে বললেন?

উত্তরদাতাঃ একটা।

প্রশ্নকর্তাঃ ছাগল আছে?

উত্তরদাতাঃ ছাগল নাই, ছাগল পালি না।

প্রশ্নকর্তাঃ হাস-মুরগি?

উত্তরদাতাঃ মুরগি আছে চারটা।

প্রশ্নকর্তাঃ এই যে গরুর কথা বলেছেন, গরু কি কখনও অসুস্থ্য হয় কখনও কি কোন ওষুধ লাগে? এইজে ওষুধ লাগবে কে এই সিদ্ধান্ড়টা নেয়?

উত্তরদাতাঃ আমার গরু বাচুরের তো অসুখ বিসুখ হয় নাই এখন পর্যন্ত।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনি কত দিন ধরে গরু বাছুর পালেন?

উত্তরদাতাঃ পালি চার বছর ধরে

প্রশ্নকর্তাঃ আপনার গবাদি পশুর তো অসুখ হয় নাই, যদি হয় তাহলে এই রকম ক্ষেত্রে কার কাছে যাবেন, কোথায় যাবেন?

উত্তরদাতাঃ পশু ডাক্তার আছে, পশুডাক্তারের কাছে যাব।

প্রশ্নকর্তাঃ পশু ডাক্তার কোথায় সে বসে?

উত্তরদাতাঃ নিজ গ্রামের।

প্রশ্নকর্তাঃ নিজ গ্রামের বসে?

উত্তরদাতাঃ হুম। নিজ গ্রামের বসে।

প্রশ্নকর্তাঃ এই পশু ডাক্তারকে আপনারা কিভাবে ডাকেন? কি করেন?

উত্তরদাতাঃ ফোন দিয়া ডাক্তারের সাথে কথা বলি যে আমার গরুর এই অবস্থা, এই সমস্যা, তখন ডাক্তার এসে দেখে যায়। ওষুধ লিখা দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ তো কবে আপনি তাকে এই রকম ডেকেছেন?

উত্তরদাতাঃ ডাকছিলাম মেলা দিন আগে।

প্রশ্নকর্তাঃ কি হয়েছিল?

উত্তরদাতাঃ ওই যে গরুরে না বল্লা কামড় দিয়েছিল, নাকের অপারেশন করতে গিয়েছিলাম না, ওই সময়কার কথা। বল্লা কামড় দেওয়ার পরে পেটে একটা বাচ্চা ছিল সেইটা পরে গিয়েছিল। একটা দামুর বাছুর ছিল ওইটা ও মরে গিয়েছিল। পরে চিকিৎসা করলাম কোন কাজ হল না। এইটা মরল, পেটের টাও পরে গেল। গাই কে ও কামড় দিয়েছিল হেরে ওষুধ খাওয়ানোর পরে ভাল হয়েছিল, ইঞ্জেকশন করেছিলাম। এরপর আর ডাক্তারের কাছে যায় নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ ওই সময় যে ইঞ্জেকশন দিয়েছিল, কয়টা দিয়েছিল? কি ইঞ্জেকশন ছিল এইগুলো?

উত্তরদাতাঃ আমি সেটা বলতে পারব না আমি সে সময় বাড়ীতে ছিলাম না। ওর বাপে ছিল।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনি তো পরে এসে বাড়ীতে শুনছেন না? আপনি কোথায় ছিলেন তখন?

উত্তরদাতাঃ আমি এইযে পাশের শহরে হাসপাতালে ছিলাম। নাকের অপারেশন করিয়েছিলাম ওই সময় গরুরে বল্লায় কামড় দিছে।

প্রশ্নকর্তাঃ ও, বিপদ এক সাথে দুইটায় এসেছে, নিজের আর গবাদি পশুর।

উত্তরদাতাঃ জী।

প্রশ্নকর্তাঃ এই গবাদি পশুর দেখা শুনা করে কে?

উত্তরদাতাঃ আমি ই খাওয়ায়। ঘাস কেটে খাওয়ায়, কুটা ভুশি খাওয়ায়।

প্রশ্নকর্তাঃ বাচ্চার বাপ তো সব সময় দেখলাম বাহিরে থাকে তাহলে এই গরুর দেখাশুনা কে করে?

উত্তরদাতাঃ আমিই করি।

.....২৫.০১মিনিট.....

প্রশ্নকর্তাঃ এর জন্যে কি ওষুধ লাগবে, এই সিধান্তটা কে নেয়?

উত্তরদাতাঃ সিধান্ত ওর বাপেই, গরুর অসুখ বিসুখ হলে সিধান্ত ওর বাপেই নেয়। কিন্তু এমনিতে গরুর যোগাল তগাল যা লাগে আমিই করি।

প্রশ্নকর্তাঃ যোগাল বলতে আমাকে যদি একটু বুঝাইয়া বলেন?

উত্তরদাতাঃ মানে গরুর খাবার যা লাগে মনে টা সব আমিই করি। সকালে বাহির করি, বাহির কইরা ঘাস দেই আবার বিকালে কুটা পানি দেয়। গরুর সব দেখাশুনা আমিই করি।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনার তো গরুর কোন ওষুধ লাগে নাই বলেছেন। কখনও কি এই রকম কোন ওষুধ এনেছেন অর্ধেক খাওয়াছেন বাকিটা ঘরে রেখে দিয়েছেন এই রকম কোন সময় হয়েছে বা এখন আছে?

উত্তরদাতাঃ না, ঘরে রাইখা দেয় না।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনার ঘরে কেউ অসুস্থ্য হলে বাচ্চা বা বয়স্ক মানুষ তাকে ডাক্তারের কাছে কে নিয়ে যাবে, কোথায় যাবে, কে এই সিধান্ত গুলো নিয়ে থাকে?

উত্তরদাতাঃ মুরুব্বীর ক্ষেত্রে তার ছেলে আছে, মেয়েরা আছে তারা নিব। আর মনে করেন বয়স তো এখন ভাঁটির দিকে গেছে গা, অসুস্থ্য হইলে ওষুধ খায় না পাগল মানুষ। জ্বর হইলেও ওষুধ খায় না।

প্রশ্নকর্তাঃ আপা, আপনি কি এন্টিমাইক্রবিয়াল রেসিসটেন্ট কথা টা শুনেছেন কখনও?

উত্তরদাতাঃ না

প্রশ্নকর্তাঃ এইটা কি জানেন?

উত্তরদাতাঃ না

প্রশ্নকর্তাঃ এন্টিমাইক্রবিয়াল কি কি ধরণের অসুস্থ্যতা তৈরি করে সেটা শুনেছেন আপনি?

উত্তরদাতাঃ না।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ?

উত্তরদাতাঃ শুনিও নাই আমি জানি ও না।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে এইটা হল এক ধরণের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট না হওয়া, আপনার ঘরে যে বাচ্চা রা আছে তারা যদি অসুস্থ হয় সেখানে যাতে কোন ওষুধ তার প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট না করতে পারে তাকে বলে এন্টিমাইক্রবিয়াল রেসিস্টেন্ট। যদি সঠিক ভাবে আমরা এইটা না খাওয়ায় তাহলে ওই নির্দিষ্ট এন্টিবায়োটিক আর কাজ নাও করতে পারে, যাতে এই রকম না হয় সেটা কে এন্টিমাইক্রবিয়াল রেসিসটেন্ট বলে। এটা কি জানেন? এই সম্পর্কে শুনেছেন?

উত্তরদাতাঃ না

প্রশ্নকর্তাঃ আপা আপনারা পানি খান কোথায় থেকে?

উত্তরদাতাঃ টিউবওয়েল আর পানি।

প্রশ্নকর্তাঃ এটা কি ধরণের টিউবওয়েল?

উত্তরদাতাঃ এইটা মনে হয় ডিপ টিউব ওয়েল হবে।

প্রশ্নকর্তাঃ কয় ঘর পানি খান?

উত্তরদাতাঃ তিন ঘর

প্রশ্নকর্তাঃ আপনাদের পায়খানা টা কোথায়? এটা কি ধরণের?

উত্তরদাতাঃ পায়খানা টা ওই বাহিরে,চাক বসানো।

প্রশ্নকর্তাঃ কয় ঘর ব্যবহার করে?

উত্তরদাতাঃ তিন ঘর ব্যবহার করে।

প্রশ্নকর্তাঃ আপা, আপনি তো খাওয়ার পানি নেন টিউব ওয়েল থেকে, অন্যান্য গুলো কোথায় থেকে নেন?

উত্তরদাতাঃ সব টিউবওয়েলের পানি।

প্রশ্নকর্তাঃ গরু বাছুরকে কোথায় থেকে খাওয়ান?

উত্তরদাতাঃ টিউব ওয়েল থেকে খাওয়ায়।

প্রশ্নকর্তাঃ আইচ্চা আইচ্চা। ঠিক আছে, আপা আপনি পাওয়ারের ওষুধ কি সেটা জানেন না, বা খান ও নাই?

উত্তরদাতাঃ না।

প্রশ্নকর্তাঃ জ্বর টর হলে কি ওষুধ দেয় বলছিলেন?

উত্তরদাতাঃ সিরাপ দেয়, ঠান্ডা জ্বরের সিরাপ দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ এইটাকে কি কখনও এন্টিবায়োটিক বলেছে বা আপনি শুনেছেন?

উত্তরদাতাঃ না।

প্রশ্নকর্তাঃ ঠিক আছে, আপা আমরা আরেক দিন আপনার বাসায় আসব যেহেতু এখানে এক জন অসুস্থ্য ব্যাক্তি আছে, আমরা দুই সাপ্তাহ পরে আপনার বাড়ীতে আবার আসব। আমরা দেখব যে তাকে কি কি ওষুধ দেয়া হয়েছে বা কোথায় আপনারা চিকিৎসা করিয়েছেন। আপা ভাল থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।

.....শেষ.....